DAS
DEVELOPMENT ACTIVITIES OF SOCIETY

PROJECT: ENHANCING INSTITUTIONAL SYSTEM AND PUBLIC ENGAGEMENT FOR TOBACCO-FREE ENVIRONMENTS IN HIGH-EXPOSED AREAS IN BANGLADESH (BANGLADESH 38-12)

ত্রৈমাসিক মনিটরিং সার্ভে প্রতিবেদন ২০২৬

বাস, ফেরি ও লঞ্চ টার্মিনালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

জরিপের সময়কাল: মার্চ ২৬ - মে ২৬ (৩ মাস)

ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস্)

প্রকাশনা ও জরিপ সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী

> সার্ভেটি **ডেভলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস্)**-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সার্বিক দিকনির্দেশনা:

আমিনুল ইসলাম
প্রকল্প প্রধান, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, ডাস্।

জরিপ পরিকল্পনা, সমন্বয় ও প্রতিবেদন প্রণয়ন:

কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রধান, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, ডাস্।

জরিপ পরিচালনা (তথ্য সংগ্রহ):

মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু
প্রকল্প সমন্বয়ক, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, ডাস্।

আবুল কালাম আজাদ
সহযোগী সমন্বয়ক, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, ডাস্।

যোগাযোগ ও ঠিকানা:
১৩/এ-৩-এ, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ইমেইল: tobaccofreetransport@gmail.com | ওয়েবসাইট: www.das-bd.org

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এবং পরিবহন-সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলোতে তামাক ব্যবহার, ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার-প্রচারণা এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। যদিও "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০২৬" অনুযায়ী অধিকাংশ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ধূমপান নিষিদ্ধ, তবুও বাস্তবক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে যাত্রী, পরিবহনকর্মী এবং সাধারণ জনগণ পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবের ঝুঁকিতে থাকে এবং ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং ধূমপানমুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডাস্ (DAS) তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় এই মনিটরিং সার্ভে পরিচালিত হয়েছে। সার্ভের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাস টার্মিনাল, ফেরি টার্মিনাল, সদরঘাট সহ বিভিন্ন লঞ্চঘাট এবং গণপরিবহনে তামাক ব্যবহারের পরিস্থিতি, তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন, ধূমপানমুক্ত সাইনেজের উপস্থিতি এবং আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

এটি প্রকল্পের প্রথম ত্রৈমাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন, যেখানে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সার্ভেটি দুইটি পৃথক মাত্রায় পরিচালিত হয়েছে— (১) লোকেশন-ভিত্তিক সার্ভে, যার আওতায় বাস টার্মিনাল, ফেরি টার্মিনাল ও লঞ্চঘাটসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং (২) ট্রান্সপোর্ট-ভিত্তিক সার্ভে, যেখানে বাস, ফেরি ও লঞ্চের অভ্যন্তরে ধূমপান এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের ফলাফল ভবিষ্যতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং আইন বাস্তবায়ন কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

২. সার্ভের উদ্দেশ্য

সার্ভের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাবলিক প্লেসে ধূমপানমুক্ত পরিবেশের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা, তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় ও বিজ্ঞাপনের প্রচলন মূল্যায়ন করা, যাত্রী, চালক, হেলপার ও স্টাফদের মধ্যে ধূমপানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, ধূমপানমুক্ত সাইন বা নোটিশের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা যাচাই করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা। এর মাধ্যমে জনসমাগমস্থলে তামাক নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা অর্জন এবং কার্যকর নীতিগত ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. সার্ভে এলাকা ও পদ্ধতি

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্রসমূহে এই সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। সার্ভের আওতায় নিম্নলিখিত টার্মিনালসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

স্থানের নাম	টার্মিনাল/ঘাটের সংখ্যা	নির্দিষ্ট স্থানসমূহ
বাস টার্মিনাল	৩টি	গাবতলী, মহাখালী, সায়দাবাদ
ফেরি টার্মিনাল	২টি	পাটুরিয়া, আরিচা
লঞ্চঘাট	৩টি	সদরঘাট, আরিচাঘাট, ...

এসব স্থান প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী, পরিবহনকর্মী এবং সাধারণ মানুষের সমাগমস্থল হওয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম প্রশিক্ষিত মাঠকর্মীদের মাধ্যমে একটি কাঠামোবদ্ধ অবজারভেশন চেকলিস্ট ব্যবহার করে পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্যের নির্ভুলতা ও তাৎক্ষণিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে অনলাইন ক্লাউড-ভিত্তিক প্রশ্নমালা এবং ফিল্ড নোট ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. মূল পর্যবেক্ষণ

৪.১ বাস টার্মিনালসমূহ

পর্যপেক্ষণে দেখা গেছে যে বাস টার্মিনালগুলোতে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষ করে গাবতলী বাস টার্মিনালে সর্বোচ্চ ১৭২টি দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হতে দেখা যায়, যা অন্যান্য পর্যবেক্ষণকৃত টার্মিনালের তুলনায় অনেক বেশি। মহাখালী বাস টার্মিনালে ৩২টি এবং সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে ২৩টি দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি অস্থায়ী দোকান ও ভ্রাম্যমাণ হকারদের মাধ্যমেও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে। দোকানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের তামাক বিজ্ঞাপন যেমন সাইনবোর্ড, স্টিকার, পোস্টার এবং শোকেসে পণ্যের দৃশ্যমান প্রদর্শন লক্ষ্য করা গেছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিপন্থী।



টার্মিনালের বিভিন্ন স্থানে বিপুল পরিমাণ সিগারেটের বাট ও তামাকজাত বর্জ্য ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে, যা জনসমক্ষে ধূমপানের ব্যাপকতার ইঙ্গিত বহন করে। যদিও কিছু স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করা হয়েছে, বাস্তবে অনেক যাত্রী, পরিবহনকর্মী এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে এসব নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে ধূমপান করতে দেখা গেছে।

৪.২ বাসে পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শিত বাসগুলোতে সরাসরি ধূমপানের ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ্য করা গেছে। অধিকাংশ বাসে যাত্রী, চালক বা হেলপারদের প্রকাশ্যে ধূমপান করতে দেখা যায়নি, যা ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বেশ কয়েকটি বাসে ধূমপানমুক্ত সাইন বা সতর্কতামূলক বার্তা দৃশ্যমান ছিল। তবুও পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাবে আইন মেনে চলার সংস্কৃতি এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় গড়ে ওঠেনি।

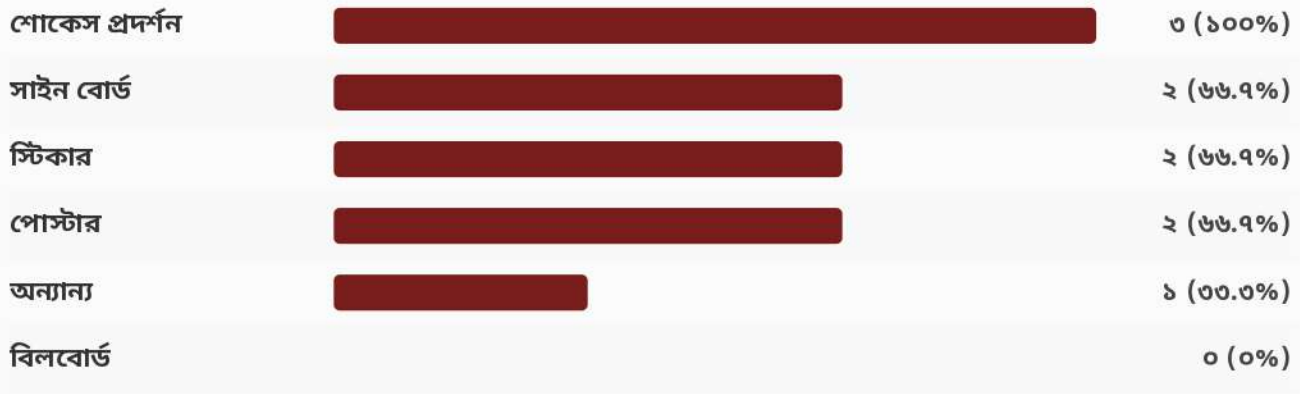
৪.৩ ফেরি টার্মিনাল ও ফেরি

ফেরি টার্মিনালসমূহে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেছে। পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনালে পর্যবেক্ষণকৃত ১১টি স্থায়ী দোকানের সবগুলোতেই তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হতে দেখা গেছে। একই সঙ্গে দোকানগুলোর সামনে ও আশপাশে তামাক কোম্পানির সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, স্টিকার এবং পোস্টার প্রদর্শিত ছিল। ফেরির অভ্যন্তরে ধূমপানের পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। ক্যান্টিন, নিচতলা, ছাদ এবং টয়লেট সংলগ্ন এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ফেরি স্টাফ, হকার এবং যাত্রীদের ধূমপান করতে দেখা গেছে।

৪.৪ লঞ্চ টার্মিনাল ও লঞ্চ

লঞ্চ টার্মিনাল এবং লঞ্চের অভ্যন্তরেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সদরঘাট ও আরিচা লঞ্চঘাটে স্থায়ী দোকান এবং ভ্রাম্যমাণ হকারদের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হতে দেখা গেছে। লঞ্চের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ক্যান্টিন, ছাদ এবং উন্মুক্ত যাত্রী এলাকাগুলোতে অবাধে ধূমপান করতে দেখা গেছে, যার ফলে যাত্রীরা পরোক্ষ ধূমপানের ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছেন।

টার্মিনাল ও ঘাটগুলোতে কি ধরণের বিজ্ঞাপন পরিলক্ষিত হয়েছে?



৫. চ্যালেঞ্জসমূহ

- **আইনের দুর্বল ও অসংগতিপূর্ণ প্রয়োগ:** আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে কঠোর নজরদারি বা নিয়মিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
- **জনসচেতনতার অভাব:** যাত্রী, চালক, হেলপার ও সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ ধূমপানের পরোক্ষ ক্ষতিকর প্রভাব ও আইনগত বিধিনিষেধ সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত নন।
- **তদারকির ঘাটতি:** টার্মিনাল ও ঘাট ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
- **সাইনেজের অপর্যাপ্ততা:** ধূমপানমুক্ত সাইনেজের সংখ্যা কম এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো পর্যাপ্ত দৃশ্যমান বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।
- **সহজলভ্যতা:** ভ্রাম্যমাণ হকার এবং অস্থায়ী দোকানদারদের মাধ্যমে পরিবহন কেন্দ্রগুলোতে সহজেই তামাকজাত দ্রব্য প্রাপ্তি তামাক ব্যবহারের প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৬. সুপারিশসমূহ

১. মোবাইল কোর্ট ও আইন প্রয়োগ: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে টার্মিনাল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে তাৎক্ষণিক জরিমানা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. বহুমাত্রিক সচেতনতা ক্যাম্পেইন: টার্মিনাল ও ঘাট এলাকায় নিয়মিত মাইকিং, স্টিকার ক্যাম্পেইন, ব্যানার প্রদর্শনীর মাধ্যমে যাত্রী ও পরিবহনকর্মীদের সচেতন করা।

৩. দৃশ্যমান সাইনেজ স্থাপন: অপেক্ষমাণ এলাকা, টিকিট কাউন্টার ও যানবাহনের অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান ও মানসম্মত ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন নিশ্চিত করা।

৪. পরিবহন কর্মীদের প্রশিক্ষণ: চালক, হেলপার ও ঘাট স্টাফদের জন্য বিশেষ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

৫. সার্ভের পরিধি বৃদ্ধি: পরবর্তী ত্রৈমাসিকগুলোতে মনিটরিং কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে ভৌগোলিক কভারেজ ও সার্ভের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৭. উপসংহার

ডাস্-এর এই মনিটরিং সার্ভে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আইন আছে কিন্তু প্রয়োগের ঘাটতি রয়েছে। নিয়মিত মনিটরিং, জনসচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ধূমপানমুক্ত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ও টার্মিনাল গড়ে তোলা সম্ভব। ভবিষ্যতে এই তথ্য-প্রমাণভিত্তিক প্রতিবেদন অ্যাডভোকেসি ও নীতি সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।